বার্ষিক গ্রাহক নবীকরণ

সংবাদমন্থনের বার্ষিক গ্রাহকদের অনুরোধ, নবীকরণের জন্য ৪০ টাকা চাঁদা ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় পাঠান:
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর,
পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 17 1 March 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ সপ্তদশ সংখ্যা ১ মার্চ ২০১৩ শুক্রবার ২ টাকা

• বাংলাদেশের ভাইবোনেরা পৃ ২ • ভার্মা কমিশন পৃ ৩ • চূর্ণী পৃ ৩ • মণিপুর পৃ ৩ • ফুল চাষ পৃ ৩ • সন্ত্রাসি হানা পৃ ৩ • রামলীলা পৃ ৪ • স্মরণ পৃ ৪

একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি চেয়ে বাংলাদেশে যুববিদ্রোহ

প্রতিক্রিয়ায় দেশজুড়ে সংঘর্ষ, পুলিশের গুলিতে হতাহত বাড়ছে

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, তথ্যসূত্র ইন্টারনেট •

২০০৮ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে দেশের এক বড়োসংখ্যক মানুষ, বিশেষত যুবসম্প্রদায়, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অপরাধীদের বিচার দাবি করে। এই দাবি একটি জাতীয় চেহারা নেওয়ায় আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে ১৪ দলের জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এটিকে যুক্ত করে। বিপরীতে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি) এবং জামাত-ই-ইসলামি সহ ৪ দলের জোটের বড়ো বড়ো নেতারা যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত ছিল। ২৯ জানুয়ারি নির্বাচনে ১৪ দলের জোট জয়লাভ করে। ২৯ জানুয়ারি ২০০৯ আওয়ামি লিগের সাংসদ মাহমুদ-উস-সামাদ চৌধুরি জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রস্তাব আনেন এবং সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে তা পাশ হয়। সরকারকে বিচার শুরু করার আহ্বান জানানো হয়। ৯ জুলাই ২০০৯ ১৯৭৩-এর ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইবুনালস্‌) আইনটির নতুন ধারা সংযোজনের বিল সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সংযোজন অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দলকেও সাজা দেওয়া যাবে এবং অভিযুক্ত সম্পর্কিত নির্দেশের বিরুদ্ধে সরকার আপিল কোর্টে আপিল করতে পারবে।

২১ জানুয়ারি ২০১৩ গণহত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, গুমখুন ও অত্যাচারের আটটি অভিযোগের সাতটি প্রমাণের ভিত্তিতে মৌলভি আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকারকে ট্রাইবুনাল ফাঁসির আদেশ দেয়। আজাদ বিচারের জন্য অনুপস্থিত ছিলেন। সরকার তাঁর পক্ষে উকিল নিয়োগ করেছিল। কিন্তু সেই উকিল জানান, 'আজাদের পরিবারের অসহযোগিতা'র কারণে তিনি কোনো সাক্ষী হাজির করতে পারেননি। পুলিশের অনুমান আজাদ পাকিস্তানে পালিয়ে গেছেন।

৫ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় অভিযুক্ত আবদুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। আবদুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল : ১। পল্লবকে খুন; ২। মুক্তিযুদ্ধের কবি মেহেরুন্নেসা, তাঁর মা এবং দুই ভাইকে খুন; ৩। খান্দোকার আবু তালেবকে খুন; ৪। ঘাটার চর এবং ভাওয়াল খানবাড়িতে হত্যাকাণ্ড; ৫। আলুব্দি গণহত্যা (৩৪৪ জন) এবং ৬। হজরত আলি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা। ৪নং অভিযোগ ছাড়া বাকিগুলিতে তাঁর দোষ প্রমাণিত হয়। ৫ ও ৬নং অভিযোগের জন্য তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়; ১, ২ ও ৩নং অভিযোগের জন্য ১৫ বছরের কারাদণ্ড হয়। আগের দিনই জামাত-ই-ইসলামি তাদের নেতা আবদুল কাদের মোল্লার বিচারের বিরুদ্ধে ৫ তারিখ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। রায় ঘোষণার পর অনলাইনে ফেসবুক, টুইটার ও ব্লগগুলিতে বহু মানুষ একে অত্যন্ত লঘু দণ্ড হিসেবে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক (বোয়ান) এই রায়ের প্রতিবাদ করার ডাক দেয়। বিকেলের মধ্যেই অনলাইন যোগাযোগের মাধ্যমে ঢাকার শাহবাগ স্কোয়ারে প্রতিবাদকারীরা জমায়েত হতে শুরু করে। রাস্তার ওপর ছবি এঁকে, কার্টুন এঁকে এবং কাদের মোল্লা সহ যুদ্ধাপরাধীদের প্রতিকৃতি পুড়িয়ে প্রতিবাদ করা হয়। রাতভর প্রতিবাদ চলতে থাকে।

৭ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভকারীরা সকাল আটটা থেকে জাতীয় সংগীত গাইতে শুরু করে। শাহবাগ স্কোয়ারকে 'প্রজন্ম চত্বর' নামকরণ করা হয়েছিল আগেই। সেখানে জমায়েতে অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। অন্যত্র এবং অন্য দেশেও বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রতিবাদ শুরু হয়। দাবি করা হয় : ১। আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসি চাই; ২। সমস্ত যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি চাই; ৩। জামাত-ই-ইসলামিকে রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ করা হোক এবং ৪। সমস্ত জামাত-এর প্রতিষ্ঠান বয়কট করা হোক।

৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলবেলায় শাহবাগ স্কোয়ারে হাজার হাজার মানুষের মিছিল হয়। অন্যত্রও মিছিল হয়। এইদিন বোয়ান-এর কনভেনর ইমরান এইচ সরকার শাহবাগে একটি শপথ পাঠ করেন : 'আমরা শপথ করছি একাত্তরে যে সমস্ত ঘৃণ্য রাজাকার গণহত্যা ও ধর্ষনের মতো মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে সেই জামাত-ই-ইসলামির রাজনীতি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন অব্যাহত রাখব। আমরা শপথ করছি যুদ্ধাপরাধী ও জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ও তাদের নাগরিকত্ব বাতিল না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে ও অনলাইনে সক্রিয় থাকব। আমরা শপথ করছি ১৯৭৫ পরবর্তী যে সমস্ত অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ট্রাইবুনালের আওতাধীন করব। যুদ্ধাপরাধীদের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইসলামি ব্যাংক, ইবনেসিনা, রেটিনা ফোকাসসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বয়কট করব। আমরা মনে রাখব এগুলির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে তারা এ দেশে স্বাধীনতা বিরোধী অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এক কথায় রাজাকার আল বদরদের সকল সামাজিক ও ব্যবসায়িক সংস্কৃতি নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে কাজ করব। এমনকী যে সকল প্রতিষ্ঠান শিশুদের সাম্প্রদায়িকতায় উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করছে তাদেরকেও বয়কট করব। আমরা আরও শপথ করছি, দেশে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়ে যে সমস্ত জামাত শিবির রাষ্ট্রদ্রোহসম অপরাধ করেছে, পত্রিকা খবর ও টিভির ফুটেজ দেখে গ্রেফতার করে অবিলম্বে বিচারের আওতায় আনব। যুদ্ধাপরাধীদের গণমাধ্যম নয়াদিগন্ত, দিগন্ত টিভি, আমার দেশ, সংগ্রাম, সোনার বাংলা ব্লগ বয়কট করব। কোনো অফিস বা বাসায় যুদ্ধাপরাধীদের পত্রিকা রাখব না।'

১২ ফেব্রুয়ারি সারা দেশ জুড়ে বিকেল চারটে থেকে চারটে তিন মিনিট পর্যন্ত তিন মিনিটের নীরবতা পালন সংগঠিত করা হয়। ঢাকায় ট্রাফিক স্তব্ধ হয়ে যায়, হাজার হাজার মানুষ নীরবে রাস্তায় নেমে আসে ও মানব-শৃঙ্খল গঠন করে, শের-ই-বাংলা ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের খেলা চলাকালীন ক্রিকেটার ও দর্শকেরা তিন মিনিট খেলা বন্ধ রাখে। সাংসদ এবং পুলিশ বাহিনীও এই নীরবতা পালনে যোগদান করে।

এরপর দুয়ের পাতায়

প্রজন্ম চত্বরের গণবিদ্রোহে আমরা সহমর্মী

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, সংবাদমন্থন প্রতিবেদন •

আজ দুপুর তিনটে থেকে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমির সামনে বাংলাদেশের শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরের গণবিদ্রোহের সংহতিতে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এখানে শাহবাগের পোস্টারগুলি প্রদর্শন করা হয়। গান ও কবিতা পাঠের পাশাপাশি সংহতি জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন এবং জলার্ক পত্রিকার দিলীপন ভট্টাচার্য, রবিশস্য পত্রিকার ধীরাজ বোস, অনীক পত্রিকার প্রণব দে, আকিঞ্চন পত্রিকার অরুণ ভট্টাচার্য, দামামা পত্রিকার মহম্মদ হোসেন, হাওয়া ৪৯ পত্রিকার মুর্শিদ এ এম, নান্দীমুখ পত্রিকার মিহির চক্রবর্তী, লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক প্রেমাংশু দাশগুপ্ত, নাট্যকার অরূপ শঙ্কর মৈত্র, নয়া বাংলা উদ্যোগের অরূপ দত্ত, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সুরাল, কল্যাণ সেনগুপ্ত ও তাপস বিশ্বাস। অর্চন চক্রবর্তী ও নাজমুল হকের গান সকলকে উদ্দীপিত করে। আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী সভাটি পরিচালনা করেন মন্থন পত্রিকার জিতেন নন্দী এবং তবু বাংলার মুখ পত্রিকার অসিত রায়।

প্রজন্ম চত্বরের দাবি, ধর্মকে রাজনীতি মুক্ত করতে হবে

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, সুবীর সাহা, বারাসাত •

২১ ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটেয় বারাসাত বনমালীপুর কাঙাল হরিনাথ লাইব্রেরির সামনে থেকে বাংলাদেশের শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরের আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল বেরোয়। বাজার হয়ে সেই মিছিল পৌঁছায় বারাসাত স্টেশনে। সেখানে বক্তব্য রাখেন সুবীর সাহা ও কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। বক্তারা বলেন, 'ধর্মকে রাজনীতি মুক্ত করার যে দাবি বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা তুলেছে আমরা তাকে সমর্থন করি।' বনমালীপুরে এসে মিছিল শেষ হয়।

জনআন্দোলনের জোয়ারে ভাসল সীমান্তের একুশে স্মরণ

বঙ্কিম, পেট্রোপোল সীমান্ত, ২১ ফেব্রুয়ারি •

... গতবার এত মানুষের ভিড় দেখিনি, আমার বিস্ময় দেখে ওখানকার একজন বললেন, 'আমাদের দেশের মানুষ জাগছে — এবার দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। অপরাধীদের শাস্তি চাই — শহিদদের ভুলি নাই ...।' শালটা যশোরের অধ্যাপক পিনাকী গুপ্ত উত্তেজিতভাবে জানালেন তাঁদের নতুন প্রজন্ম আজ জেগেছে ...। বনগার গোপাল বাংলাদেশে বর্ডার ছাড়িয়ে অনেকটা ভেতরে বাজার রেলস্টেশনে গিয়ে দেখেছে সেখানেও শাহবাগ আন্দোলনের পোস্টার পড়েছে।

... ভিড়ের মাঝে একজোড়া কালো হরিণ চোখ — কৌতূহলী, ইয়াসমিন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, বুরুজ বাগান মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সে বড়োদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছে, তার চাচা একাত্তরে হারিয়ে গিয়েছে, আজও খোঁজ পায়নি। ও বলে কিনা — 'মুক্তিযুদ্ধে মেয়েরা অনেক কাজ করলে, অনেক অত্যাচার সহ্য করলে'। শাহবাগের আন্দোলনের কথাও ও শুনেছে। আবার বলে কিনা — 'ঢাকাতে যাতি ইচ্ছা করে — কীভাবে যাব?' বাড়ির কথা জানতে চাইলে বলে — 'বাবা আমাদের ছাড়ি গেছে। মা দাদা আছে বাড়িতে।'

... বোরখা পড়া মেয়েদের গালে একুশের শহিদ স্মারক স্তম্ভ আঁকা। হাতে ফুল, চোখে রঙিন স্বপ্ন। নব প্রজন্মকে দেখছি অবাক বিস্ময়ে — এখানে এখন বসন্ত।

এরপর দুয়ের পাতায়

শাহবাগের সংলাপ

সামহোয়্যারইনব্লগ বা ফেসবুকে শাহবাগ নিয়ে কথা হয়েছে বহু। তর্ক, রাগ, বিতর্ক, ঝগড়া, মিল, অমিল — সবই হয়েছে, যেমন হয়। তারই কয়েকটি দেওয়া হল — সম্পাদক। •

লাকি আক্তার, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ফেসবুক

একাত্তর মানে ছিল আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। সেই মুক্তি শুধু একটি আলাদা পতাকা নয়, একটি আলাদা রাষ্ট্র শুধু নয়, কিংবা শুধু একটি ভূখণ্ড নয়। সে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল ছিল শোষণ মুক্তির, সেই মুক্তি ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ একটি সমাজের, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদের। সেই লক্ষ্যে আমরা যেতে পারিনি। ...

মিজানুর রহমান মিলন, ১ মার্চ, ব্লগ

এবর্তমান পরিস্থিতিতে মৌলবাদ বিরোধী যে রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন তা কোনো দলের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। ... শহিদদের প্রকৃত তালিকা তৈরি করা চাই ...

অপু তানভির, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ব্লগ

— আজকের কর্মসূচি কী ভাই?
— কেন শুনো নাই? আজকে শহিদদের উদ্দেশ্য বেলুন উড়ানো হবে!
— তাতে কি লাভ!
আমার কথা মনে হয় কিছু বুঝতে পারলেন না! তিনি বললেন
— আর তাতে শহিদদের কাছে চিঠিত থাকবে!
— প্রেমপত্র? নাকি উপরে কেমন আছে কিভাবে আছেন তারা এই কথা জানতে চেয়ে চিঠি?
— আরে এসব কি বল! শুন আমার আরও অনেক কাজ আছে! আজ দুইটা টিভিতে আমার ইন্টারভিউ আছে! একটা টক শো আছে! দুই জায়গায় আবার ভাষণ দিতে হবে! সাথে আবার বেলুনও উড়াইতে হবে! আমার অনেক কাজ! আমি অনেক ব্যস্ত!!

দোহা০৫৭, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ব্লগ

... আম জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ১৫ তারিখ পর্যন্ত বীরদর্পেই এগিয়ে যাচ্ছিল। মনে রাখা ভাল এই আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় বর্তমান সরকারের কয়েকজন বলিষ্ঠ নেতা গণমঞ্চে উঠতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। জনরোষ তাঁদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। ...
১৫ ফেব্রুয়ারির পর সম্মুখে নেতৃত্বদানকারী ব্লগারদের দলের প্রস্থানের সুবাদে ছাত্রলীগ (শাসক দলের ছাত্র সংগঠন) প্রজন্ম চত্বরের আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করতে সক্ষম হয়, যেটা ২১ ফেব্রুয়ারির মহাসমাবেশ দেখলেই বোঝা যায়। ...

সাজার মেয়াদ শেষ, তবু বহরমপুর জেলে বন্দি

মুহাম্মদ হেলালউদ্দিন, বহরমপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি •

মায়ানমারের জাতিদাঙ্গায় ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে এসেছিল আশ্রয়ের খোঁজে। জুটেছিল জেলের সাজা। জেলের মেয়াদ শেষ হয়েছে, তবু তারা আজও বহরমপুর জেলে বন্দি।

২০১১ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি মায়ানমারের ১৫ জনকে মালদা স্টেশন চত্বর থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তাদের সাজার মেয়াদ শেষ হয়েছে তবু মুক্তি মেলেনি। ধৃতদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা এবং ৫ জন শিশু। পুরুষ ৬ জন, মহিলা ৪ জন ও ২ জন শিশু বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে আছে। ২ জন শিশুকে বহরমপুরের হোমে ও ১ জনকে মালদার হোমে রয়েছে। মায়ের থেকে তাদের আলাদা রাখা হয়েছে।

প্রাণ বাঁচাতে রিফিউজি হিসাবে এদেশে প্রবেশ করে দিল্লিতে ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজির দফতরের দারস্থ হওয়া। ওখানে ওদের আত্মীয়স্বজনরা রয়েছে। আদালতে মামলা চলাকালীন বিচারককে সে কথা তারা জানায়। বিচারকের রায়ে তাদের রিফিউজি দফতরে পাঠানো যেতে পারে।

ধৃতদের আদালতে চার্জশিট দেওয়ার সময় ইংলিশবাজার থানা তাদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে উল্লেখ করে। ধৃতদের কাছে কোনো কাগজপত্র না থাকায় ভারতীয় বিদেশি আইনের ১৪ এ(বি) মামলা দায়ের করা হয়। মালদায় ষষ্ঠ ফার্স্ট ট্রাক কোর্টের বিচারক প্রবীরকুমার মিশ্রের এজলাসে — ২২শে ডিসেম্বর ২০১১ মামলায় নিস্পত্তি হয়। আইনজীবি সুদীপ্ত গাঙ্গুলি ও সৈয়দ আনিস আমাদের প্রতিনিধিকে নানান সাক্ষীদের মধ্যে অভিযুক্ত মাহমুদা-র (৭০) মেয়ে নাসিমা খাতুন ও জামাই নাজিক আহমেদ ছিলেন। তাঁরা বর্তমানে দিল্লিতে ইউনাইটেড নেশনস হাইকমিশনার ফর রিফিউজি-র (ইউ.এন.এইচ.আর.) আশ্রিত। সাক্ষ্য গ্রহণের সময় ওই ধৃতদের মায়ানমারের নাগরিকত্ব সক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র তুলে ধরেন। এরপর বিচারক ধৃতদের দুবছরের কারাবাস ও প্রত্যেকের ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দেড়বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

অভিযুক্ত ফয়েজ, নরুলকবির, সৈয়দ আলম, শাহয়ালম, শামশুল আলম উবাক্কার সিদ্দিকি, বিবি আখতার, রোকেয়া বিবি, মাহমুদা বেওয়া, ফতেমা বিবি বর্তমানে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে রয়েছেন। এদের সঙ্গে রয়েছে দুটি শিশু। আদালতের রায়ে প্রত্যেকের জন্য ১০ হাজার করে মোট ১ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। ৬ ফেব্রুয়ারি তাদের সাজার মেয়াদ শেষ হয়েছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি গৌড়বঙ্গ হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ারনেস সেন্টারের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় দাস, এপিডিআর-এর কেন্দ্রীয় সদস্য স্বপন সান্যাল, আইনজীবী এম.এস.খান (সুপ্রীম কোর্ট), বন্দিমুক্তি কমিটির প্রতিনিধি তাতেদুল ইসলাম, মহম্মদ হেলালউদ্দিন ও শাহে আলম সেলিম বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপার রবীন চক্রবর্তী ও ধৃতদের সঙ্গে সেন্ট্রাল জেলে দেখা করেন। রবীন চক্রবর্তী জানান আমার কাছে যে কনভিকশন ওয়ারেন্ট এসে পৌঁছেছে সেখানে তাদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করতে হবে।

জেলের সুপার রবীন চক্রবর্তীকে প্রতিনিধিদল যেসব নথিপত্র তুলে দেন, তাতে প্রমাণ হয়, তারা মায়ানমারের মানুষ, তাদের জরিমানার টাকাও জমা হয়েছে। তারা মুক্ত এবং তাদের ইউ.এন.এইচ.সি.আর. (ত্রাণ শিবিরে) নিতে চাইছে। তিনি প্রতিনিধিদলকে জানান, দু-তিন দিনের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে মুক্তি দেওয়া হবে। প্রতিনিধিদলটি বলেন, আমরা তাদের পৌঁছে দিতে চাই দিল্লির শরণার্থী শিবিরে। তারা নিজেও চায়। রবীনবাবু বলেন, আপনাদের সহৃদয় প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। প্রতিনিধিদলের কাছে বন্দিরা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশের ভাইবোনেরা কয়েকটি কথা ভেবে দেখুন

বাংলাদেশ এখন এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক প্রতিহিংসার আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে গোটা দেশ, দেশের মানুষ। ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার শাহবাগ স্কোয়ারে এক স্বতঃস্ফূর্ত যুববিদ্রোহের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছিল একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবি। ২৮ ফেব্রুয়ারি দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জামাতের সমর্থকেরা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়ে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। রংপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ, নোয়াখালি, মৌলভিবাজার, সাতক্ষীরা, গাইবান্ধা, কুমিল্লা, নাটোর, যশোর, লক্ষ্মীপুর, পাবনা এবং ঢাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, হতাহত হয় বহু মানুষ।

একদিকে, শাহবাগের যুবক-যুবতীরা হেস্তনেস্ত চায়। তারা বলছে, বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রে যারা রাজনীতি করবে, তাদের সবাইকে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি হতে হবে। কেউ সরকারি দল হবে, কেউ বিরোধী দল। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী কোনো দল থাকতে পারবে না। অন্যদিকে, বিপরীত মেরুতে জামাত-ই-ইসলামি এবং অন্যরা বলছে, নব্বই ভাগ মুসলমানের ভূখণ্ডে আল্লার বিধান ছাড়া অন্য কারও বিধান চলতে পারে না।

আমরা জানি, বাংলাদেশে প্রায় দুই লক্ষ নারী মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষিত হয় এবং তাদের গর্ভে অনেক যুদ্ধশিশু জন্ম নেয়; যুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, যারা সে সময় দেশত্যাগ না করলে হয়তো গণহত্যার শিকার হত। কিন্তু গত চল্লিশ বছর সেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হয়েছে। এবার এগিয়ে এসেছে যুবসমাজ। এই যুবক-যুবতীরা বলছে, এটা আমাদের ব্যক্তিগত আন্দোলন। অর্থাৎ এই বিদ্রোহের মধ্যে রয়েছে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এক ব্যক্তিগত আক্রোশ। কারণ সেদিনের লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছিত ধর্ষিত নিহতদের পরিবারগুলির এখনকার প্রজন্মের মধ্যে রয়ে গেছে সেই ক্রোধ ও ঘৃণার বীজ।

আমরা ভারত তথা এই বাংলার মানুষ আমাদের উপমহাদেশের অতীত ভুলে যাইনি। আমরা ভুলিনি আমাদের দেশভাগের কথা, ভুলিনি পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ গড়ে ওঠার কথা। তবু আজও আমরা অন্তরে বহন করে চলেছি সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ এবং দেশগত পারস্পরিক বিদ্বেষের বিষ। যতই আমরা 'সেকুলারিজম'-এর কথা আওড়াই না কেন, আমাদের সংস্কৃতি এবং দলীয় রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে সেই বিদ্বেষ-বিষ। বাংলাদেশও তা থেকে মুক্ত নয়। সেখানেও মানুষের দুটো মনের টানাপোড়েন রয়েছে। একদিকে বাঙালি মন, অন্যদিকে মুসলমান মন। একদিকে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা, অন্যদিকে ইসলামের পবিত্রতাকে রক্ষা করা। এই টানাপোড়েন ইন্টারনেট-ব্লগারদের মধ্যে অনেক আলাপ ও তর্কের জন্ম দিয়েছে। আমরা চাই সেইসব তর্ক উপযুক্ত গুরুত্ব পাক, সমাজে ছড়িয়ে পড়ুক, সমাজই তার সমাধান করুক।

বাংলাদেশের ভাইবোনেরা ভাবুন, প্রতিহিংসা চরিতার্থ হলেই সেই সমাধান হবে কি? যে টানাপোড়েনের শেকড় সমাজের গভীরে প্রোথিত, তাৎক্ষণিক প্রতিহিংসা দিয়ে তার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশে যুববিদ্রোহ, প্রতিক্রিয়ায় সংঘর্ষে পুলিশের গুলি

সাঈদীর ফাঁসির সাজার প্রতিক্রিয়ায় হিংসা, পুলিশের গুলিতে একদিনে অন্তত ৩৫ জন নিহত

১৫ ফেব্রুয়ারি শাহবাগের লাগাতার অবস্থান তুলে নেওয়া হয়। শাহবাগের আন্দোলনের ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার শোভন রাতে ঢাকার মিরপুরে সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত হন। এর দিন তিনেক আগে জামাত-ই-ইসলামির দিকে ঘেঁষা একটি পত্রিকা একটি খবর ছাপে, রাজীব হায়দার শাহবাগ আন্দোলনের আসল নেতা বলে। ফের শাহবাগে অবস্থান শুরু হয়।

নিহত ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দারের মিরপুরের বাসায় তার পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জামাত-শিবির কোনো গণতান্ত্রিক দল নয়, তারা সন্ত্রাসী দল। এদেশে তাদের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই।'

১৬ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারে যুদ্ধাপরাধে বিচারাধীন ও জামাত নেতা আল্লামা সাঈদী মুক্তি পরিষদের মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে ৫ জন নিহত। এর প্রতিবাদে ইসলামি ছাত্রশিবির সিলেট মহানগরের উদ্যোগে শান্তিপূর্ণ মিছিলে সিলেট কোতোয়ালী থানা পুলিশ পিছন থেকে গুলিবর্ষণ করে। ছাত্রশিবির সন্দেহে নগরীর বিভিন্ন জায়গা থেকে পুলিশ কমপক্ষে ২০ জনকে আটক করে।

১৭ ফেব্রুয়ারি আল্লামা সাঈদী মুক্তি পরিষদ ও ইসলাম নির্মূল প্রতিরোধ কমিটি কক্সবাজারে ৪৮ ঘণ্টার হরতাল। এ হরতালে পূর্ণ সমর্থন জানায় জামাত-ই-ইসলামি।

শাহবাগ আন্দোলনের চাপে জাতীয় সংসদে ট্রাইবুনাল বিলটির একটি সংশোধনী সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়। এর ফলে, একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ব্যক্তির পাশাপাশি সংগঠনেরও বিচার করা যাবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে জামাত-ই-ইসলামিকেও যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারের আওতায় আনা যাবে। এ ছাড়া আইনে সরকার ও বাদী পক্ষের আপিল করার সমান সুযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ৬০ দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে আইনে। আগে সরকারপক্ষের শুধু খালাসের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ ছিল, শাস্তি বাড়ানোর আপিলের সুযোগ ছিল না। এর ফলে কাদের মোল্লার যাবজ্জীবনের বিরুদ্ধে ফাঁসি চেয়ে আপিল করতে পারবে সরকার।

১৮ ফেব্রুয়ারি দুপুরে বিচারপতি মিজানুর রহমান ভূইয়ার পক্ষে তাঁর জমাদার হাইকোর্টের বিচারপতিদের ঘরে ঘরে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের খামে করে ব্লগার রাজীব হায়দারকে 'মুরতাদ' আখ্যায়িত করে লেখা একটি প্রতিবেদন দিয়ে আসেন। প্রধান বিচারপতি তাঁকে সংশোধন হতে বলেন। জামাত-ই-ইসলামি প্রভাবিত পত্রিকা 'আমার দেশ'-এ শাহবাগ আন্দোলনের সংগঠক ব্লগার এবং খুন হওয়া রাজীব হায়দারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা শুরু হয়। প্রয়াত রাজীবের ব্লগ থেকে তাঁর ইসলাম ধর্মের সমালোচনাকে তুলে ধরে শাহবাগ আন্দোলনকে নাস্তিকদের দ্বারা পরিচালিত এবং ইসলাম বিরোধী একটি আন্দোলন বলে দেশজুড়ে ব্যাপক প্রচার শুরু করে ইসলাম ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি। জামাত-ই-ইসলামি আজ দেশজুড়ে ধর্মঘট ডাকে। শাহবাগ প্রজন্ম চত্বর থেকে হরতাল প্রতিরোধের ডাক দেওয়া হয়। হরতালকারীদের হামলায় ২ জন ও পুলিশের গুলিতে একজন মারা যায়।

১৯ ফেব্রুয়ারি শাহবাগ আন্দোলনকে ইসলাম বিরোধী আখ্যা দিয়ে তার প্রতিরোধের ডাক দিয়ে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের প্রচার বিক্ষোভ চলতে থাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। কিছু কিছু জায়গায় 'নাস্তিক ব্লগার'দের ফাঁসি চেয়ে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি চট্টগ্রামে এক সমাবেশে শাহবাগ আন্দোলনের প্রতি তাদের সুর পালটে ফেলে। সমাবেশ থেকে অভিযোগ করা হয়, 'যারা ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দিচ্ছে, সরকার তাদের জাতীয় বীর বানানোর ষড়যন্ত্র করছে'। অন্যদিকে শাসক ১৪ দলের সমাবেশ থেকে শাহবাগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়, জামাত শিবির নিষিদ্ধ করার দাবি করা হয়, আমার দেশ-সংগ্রাম-ইনকিলাব-নয়া দিগন্ত-দিগন্ত টিভি প্রভৃতি যেসব সংবাদমাধ্যম আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারে সামিল হয়েছে, তাদের নিষিদ্ধ করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

অন্যদিকে শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরে ছাত্র যুবদের অবস্থান চলতে থাকে। 'ইসলাম বিরোধী' আখ্যা ও অন্যান্য সমালোচনার মুখে পড়ে কিছু পরিবর্তন করা হয় প্রজন্ম চত্বরের কর্মসূচিতে। যেমন, বারডেম হাসপাতালের সামনের রাস্তা কিছুটা ছেড়ে দেওয়া হয়। আজান ও নামাজের জন্য মাইকে কিছু সময়ের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। এ সময় বন্ধ রাখা হয় শ্লোগান, প্রতিবাদী গান ও কবিতা আবৃত্তি।

২০ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে ছাত্র শিবির ও আওয়ামি লিগ সমর্থকদের মারপিট। জামাত নেতা গ্রেফতারের প্রতিবাদে হরতাল। চট্টগ্রামে আওয়ামি লিগের ক্যাডারদের একটি ইসলামিক পাঠাগার ভাঙচুর।

২১ ফেব্রুয়ারি শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরে ব্যাপক সমাবেশ। কেবল ছাত্রনেতারাই বক্তব্য রাখবে ঠিক হয় আজকের মহাসমাবেশে। সন্ধ্যায় শাহবাগের মহাসমাবেশ থেকে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক ইমরান এইচ সরকার। তার মধ্যে সরকারকে আলটিমেটাম দেওয়া হয়, আগামী ২৬ মার্চের আগে একাত্তরের ঘাতক ও গণহত্যায় নেতৃত্বদানকারী জামাত-ই-ইসলামির বিরুদ্ধে সংশোধিত ট্রাইবুনালস আইন অনুযায়ী অভিযোগ গঠন এবং জামাত-শিবির নিষিদ্ধের আইনি-প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এছাড়া দাবি করা হয়, ব্লগার রাজীব, জাফর মুন্সি, বাহাদুর মিয়া ও কিশোর রাসেল হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের সাত দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে, অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের সংগঠনের আর্থিক উৎস চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা এবং এ বিষয়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-প্রক্রিয়া গতিশীল করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালকে স্থায়ী রূপ দেওয়া, জামাত-শিবিরের সন্ত্রাস বন্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান জোরদার করা, সাম্প্রদায়িক উসকানিদাতা গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রভৃতি। প্রজন্ম চত্বরে কোরাণ, গীতা, বাইবেল এবং ত্রিপিটক থেকে পাঠ হয়। আপাতত প্রজন্ম চত্বরের অবস্থান উঠে যায়। ঠিক হয় পরদিন শুক্রবার মসজিদে মসজিদে দোয়া করা হবে।

আন্দোলনের শুরু থেকেই শ্লোগানে মুখর শাহবাগ। এসব শ্লোগানের মধ্যে রয়েছে: 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা;' 'একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার;' 'বীর বাঙালির হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার;' 'জামাত মারার হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার;' 'শিবির মারার হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার;' 'জামাতের আস্তানা, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও;' 'সাম্প্রদায়িকতার আস্তানা, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও;' 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো;' 'পাকিস্তানের প্রেতাত্মারা, পাকিস্তানেই ফিরে যা;' 'লাখো শহিদ ডাক পাঠাল, সারা বাংলায় খবর দে, সারা বাংলা ঘেরাও করে জামাত-শিবির কবর দে;' 'জামাত-শিবির রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়;' 'বাংলাদেশের মাটিতে জামাত-শিবিরের ঠাঁই নাই;' 'আমাদের ধমনিতে শহিদের রক্ত, এই রক্ত কোনোদিনও বৃথা যেতে দেব না;' 'আর কোনো দাবি নাই, রাজাকারের ফাঁসি চাই;' 'জামাত-ই-ইসলাম, মেড ইন পাকিস্তান;' 'এসো ভাই এসো বোন, গড়ে তুলি আন্দোলন' — এসব শ্লোগানে নতুন এক কাব্যের জন্ম হয় শাহবাগে। আর সব শ্লোগানের শেষ ছিল: 'জয় বাংলা'।

অসংখ্য শ্লোগান উঠলেও শাহবাগের সবচেয়ে আলোচিত ও বড়ো শ্লোগান: তুই রাজাকার। নতুন এই শ্লোগান এবং নতুন এক বর্ণমালা পুরো শাহবাগকে উজ্জীবিত করেছে। বিশেষ করে 'শ্লোগান-কন্যা' ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী লাকী আক্তার যখনই সমাবেশ মঞ্চে উঠে এই শ্লোগান দেওয়া শুরু করেছেন, তখন পুরো সমাবেশ নতুন প্রাণ পেয়েছে।

বর্ণমালাভিত্তিক 'তুই রাজাকার' শ্লোগান ক্রমিকটির শুরুতেই রয়েছে: 'ক-তে কাদের মোল্লা।' সমস্বরে সমস্বরে উত্তর: 'তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।' এরপর যথাক্রমে 'ক-তে কামারুজ্জামান।' সমস্বরে উত্তর: 'তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।' 'গ-তে গোলাম আযম।' সমস্বরে উত্তর: 'তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।' 'স-তে সাকা।' সমস্বরে উত্তর: 'তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।' 'ম-তে মুজাহিদ।' সমস্বরে উত্তর: 'তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।' 'ন-তে নিজামী।' সমস্বরে উত্তর: 'তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।' 'স-তে সাঈদী।' সমস্বরে উত্তর: 'তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।'

২২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার জামাত-শিবির সহ বিভিন্ন শাহবাগ বিরোধী সংগঠন আন্দোলনের ওপর আক্রমণ করে। জুম্মার নামাজের পর সারা দেশে বেশ কিছু মসজিদ থেকে শাহবাগ আন্দোলনের বিপক্ষে মিছিলে যাবার ডাক দেওয়া হয়। এর পরেই বিক্ষোভ মিছিল ও ব্যাপক ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া শুরু করে ইসলামপন্থী দলগুলির কর্মীরা। শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরের আদলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তোলা মঞ্চ ও মুক্তিযুদ্ধের শহিদ বেদীগুলিতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হয়, সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালানো হয়। রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে গণজাগরণ মঞ্চে ভাঙচুর চালায় জামাত-শিবির, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ, হেফাজতে ইসলাম সহ কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দল। পুলিশের গুলিতে অন্তত চারজন জামাত-শিবির কর্মী মারা যায়।

দেশজুড়ে জামাত শিবিরের এই তাণ্ডবের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ফের বিকেল থেকে শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরে অবস্থান শুরু হয়। রবিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে ফের একবার হরতালের ডাক দেয় জামাত সহ বেশ কিছু ইসলামিক সংগঠন। এই হরতাল প্রত্যাখ্যান করার ডাক দেয় প্রজন্ম চত্বর। বিএনপি এই ধর্মঘট সমর্থন করে। রাজধানী ঢাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী টহল দিতে শুরু করে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ইসলামি দলগুলির ডাকা হরতালে রাজধানী ঢাকা শহরে গাড়িঘোড়া চলে। হরতালে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ না থাকলেও বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষের খবর আসে। মানিকগঞ্জের গোবিন্দল গ্রামে হরতাল সমর্থক ও গ্রামবাসীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়। ইসলামের অবমাননার কথা বলে হরতাল সমর্থনকারীরা রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীদের ডাকতে থাকে। এতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুঁড়লে বেশ কিছু গ্রামবাসী আহত হয়। তখন এলাকাবাসী লাঠিসোঁটা, রামদা, টেঁটা, চাপাতি, লোহার রডসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হরতালকারীদের সঙ্গে মিলে পুলিশের ওপর চড়াও হয়। পুলিশ গুলি চালায়। আগের দিন পাবনায় পুলিশের সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের সংঘর্ষে পুলিশ গুলি চালিয়ে দুজনকে মেরে ফেলে।

২৩ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে রায়েরবাজার ও মিরপুরে শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চের বিশাল সমাবেশ হয়। এই দুই জায়গাতেই মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচুর লাশ উদ্ধার হয়েছিল। মঞ্চের নেতা ইমরান 'আমার দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান।

২৫ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, সরকার কেবল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে। কোনো ধর্মীয় সংগঠন বা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার চিন্তাভাবনা সরকারের নেই। এমনকী জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারেও সরকার কিছু করবে না, এব্যাপারে একটি মামলা চলছে ২০০৯ সাল থেকে। আদালত কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা দেখে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। এছাড়াও ধর্মভিত্তিক দলগুলিকে উসকানি দেওয়ার জন্য নয়া দিগন্ত, আমার দেশ প্রভৃতি কয়েকটি সংবাদমাধ্যম নিষিদ্ধ করার দাবির বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রেস কাউন্সিল আইনে এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। এই দিন ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে গণজাগরণ মঞ্চে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় জামাত-শিবির।

২৬ ফেব্রুয়ারি গণজাগরণ মঞ্চ প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, যদিও তারা একটি রাজনৈতিক দাবি নিয়ে লড়াই করছে, কিন্তু এটি একটি নির্দলীয় মঞ্চ এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল নির্বিশেষে সবাই এখানে আছে। এই মঞ্চে আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের কিছু ব্লগার, অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। তারা আরও জানায়, তাদের দাবি : ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নয়, জামাত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। যদিও তাদের প্রাথমিক ছয় দফা দাবিতে ছিল, 'জামাত শিবির সহ ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে'। তবে এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ফের তারা বলে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার'। এবং আরও জানায়, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ নিয়ে গণজাগরণ মঞ্চের সুনির্দিষ্ট কোনো অবস্থান নেই। বিকেলে একটি প্রতিনিধিদল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গিয়ে আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতারের দাবি জানায়। অভিযোগ, ধর্মের প্রতি অবমাননাকর বক্তব্য প্রচার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ধর্মীয় উন্মাদনায় উসকানি দেওয়া।

২৭ ফেব্রুয়ারি : পরদিন জামাত-ই-ইসলামির প্রধান দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী-র যুদ্ধাপরাধের বিচারের রায় ঘোষণা হওয়ার কথা। সাঈদীর মুক্তি চেয়ে পরদিন সারা দিনরাত হরতালের ডাক দেয় জামাত শিবির। রাতেই ঢাকায় একটি বাস ও একটি পাবলিক ট্রলারে আগুন লাগানো হয়। অপরদিকে হরতাল বিরোধী মিছিলের ডাক দেয় শাহবাগের আন্দোলনকারীরা। গণজাগরণ মঞ্চের একটি সমাবেশ হয় মতিঝিলে শাপলা চত্বরে। সেখানে সাঈদীর ফাঁসির দাবি জানিয়ে বলা হয়, ট্রাইবুনাল যেন গণদাবির প্রতি সম্মান করে এবং জামাতের হিংসাতে ভয় না পায়। সেখানে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগ না ছাড়ার শপথ নেওয়া হয়। এসএসসি পরীক্ষা ৮ মার্চ অবদি পিছিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করে সরকার। উল্লেখ্য সর্বপ্রথম এই সাঈদীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ জমা পড়ে ট্রাইবুনালে। এবং তাঁর বিচারই সবার আগে শুরু হয়। কিন্তু তাঁর বিচার প্রক্রিয়া অনেকদিন ধরে চলে। সাঈদীর আগেই বাচ্চু রাজাকার ও কাদের মোল্লার রায় ঘোষণা হয়ে যায়।

আমার দেশ পত্রিকায় ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শাহবাগ আন্দোলনকারীদের প্রশংসা করে বিবৃতির উল্লেখ করে একটি খবরে বলা হয়, শাহবাগ আন্দোলনের পাশে রয়েছে ভারত।

'ইমান ও দেশ রক্ষা আন্দোলন' নামে একটি নতুন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক জোট আত্মপ্রকাশ করে। তারা প্রেসকে জানায়, তারা জামাতের আদর্শের বিরুদ্ধে। 'ইসলামবিরোধী সব তৎপরতা বন্ধ এবং আল্লাহ-রাসুল ও কোরআন-সুন্নাহ বিষয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারীদের' কঠোর শাস্তির দাবিতে আগামী শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সামনে সমাবেশ করার ঘোষণা করে ধর্মভিত্তিক নয়টি দল ও আলেমদের জোট। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ইমান ও ইসলামবিরোধী সব তৎপরতা বন্ধ এবং আল্লাহ-রাসুল ও কোরআন-সুন্নাহ বিষয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সারা দেশে তৌহিদি জনতা আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন মারা গেছে। অনেকেই গ্রেপ্তার এবং হামলা-মামলার শিকার হয়েছে। এ অবস্থায় বিক্ষিপ্ত এই আন্দোলনকে সুশৃঙ্খল রূপদানের লক্ষ্যে দেশের শীর্ষ উলামা-মাশায়েখ ও সঠিক ইসলামি আকিদায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে 'ইমান ও দেশরক্ষা আন্দোলন' গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ, ইসলামি ঐক্যজোট, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, খেলাফত মজলিস (ইসহাক), খেলাফত মজলিস (হাবিবুর রহমান), নেজামে ইসলাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ফরায়েজী আন্দোলন ও খেলাফতে ইসলামির শীর্ষ নেতারা এবং ঢাকা ও আশপাশের ১১টি কওমি মাদ্রাসার আলেমরা এটায় রয়েছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি জামাত শিবিরের হরতালে বিক্ষিপ্ত হিংসা চলতে থাকে। সাঈদীর ফাঁসির রায় ঘোষণা করে ট্রাইবুনাল। তাঁর বিরুদ্ধে আনা ২০টি অভিযোগের মধ্যে ৮টি প্রমাণিত হয় এবং এর মধ্যে দুটিতে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। রায় শুনে সাঈদী বলেন, শপথ এবং বিবেকের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে এই রায় দেওয়া হয়নি। শাহবাগ আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি কিছু বলতে গেলে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই রায়ের প্রতিবাদে সারা বাংলাদেশ জুড়ে জামাত-ই-ইসলামির নেতৃত্বে বিক্ষোভ শুরু হয়। ব্যাপক হিংসার মধ্যে পুলিশের গুলিতে অন্তত ৫০ জন জামাত কর্মী মারা যায়। পাল্টা হিংসার বলি হয় অন্তত ৫ জন পুলিশ। শাহবাগ প্রজন্ম চত্বর এই রায়কে স্বাগত জানায়। সরকার ঘোষণা করে সোমবার কাদের মোল্লার ফাঁসি চেয়ে আপিল করা হবে।

প্রথম পাতার পর

সীমান্তের একুশে

এই বাংলাদেশের মাটিতে 'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে, কোথায় যেন দেখেছি,' বলে চমকে দিল অপরিচিতা। ... সে আজ লোকসংস্কৃতির গবেষণা করে, জেলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ঘুরে মরে। নাম তার বাসন্তী। সে বাংলাদেশের এক পত্রিকার সাথে শাহবাগ আন্দোলন প্রসঙ্গে ফাঁসির বিরোধিতায় নিজ মত প্রকাশ করছে।

যুবক মেহেদি হাসান, চাকরি করেন একটি কোম্পানিতে। স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন — 'জাতি কলঙ্কমুক্ত করার জন্য এই বিচার চাই। এ শত্রুতামূলক ফাঁসানো নয়।'

পাশেই ফজল হালিম লিটল, বিএনপির রাজনীতির সাথে যুক্ত। তার মাসতুতো ভাই একাত্তরে মারা যান, পুলিশে ছিলেন। লিটন বললেন, ভারতের সাথে বাংলাদেশের দুরত্ব বাড়ছে। যেমন ধরুন — তিস্তা প্রসঙ্গ, টিপাইমুখ, ফারাক্কার জল, আবার বর্ডার কিলিং বন্ধ হওয়া উচিত কিনা বলুন?

সুলতান আলি মোল্লা এখানে ডাব বিক্রি করছে, এই কাজে তার দিনে দু-তিনশো টাকা আয় হয়। এর সাথে বর্ডারের থেকে যাত্রীদের মালপত্রও নিয়ে যান, ভালোভাবেই চলে যায় তার সংসার। এখন দেশে কী যেন একটা আন্দোলন শুরু হয়েছে, তিনি শুনেছেন — তিনি চান দেশের সবাই যাতে মিলে মিশে শান্তিতে থাকতে পারে। আর বললেন ছেলেবেলার মুজিবের আমলের কথা তেমন মনে নেই কিছুই। ...

সম্পূর্ণ লেখাটি পাওয়া যাবে সংবাদমন্থন ওয়েবসাইটে

বিচারপতি ভার্মা কমিশনের রিপোর্ট বলছে, ‘আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট’ যৌনহিংসার জন্য শাস্তি না পাওয়াকে আইনসম্মত করেছে

দিল্লিতে ১৬ ডিসেম্বর যে যৌনহিংসার ঘটনা ঘটে, সেই সূত্রে মেয়েদের ওপর যৌনহিংসার ঘটনায় অপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থাকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে ভারত সরকার বিচারপতি জে এস ভার্মার নেতৃত্ব একটি কমিশন নিয়োগ করে। এই কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পেশ করে ২৩ জানুয়ারি ২০১৩। এই রিপোর্টের ‘অফেন্সেস এগেনস্ট উইমেন ইন বর্ডার এরিয়াজ/কনফ্লিক্ট জোনস’ অংশে ১০ ও ১১নং ধারায় যা বলা হয়েছে, তার বঙ্গানুবাদ করে এখানে প্রকাশ করা হল। ১২নং ধারায় ৮টি সুপারিশও করা হয়েছে।

১০। মেয়েদের বিরুদ্ধে যৌনহিংসা সম্বন্ধে আমরা এখন এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রায়শই অবহেলিত এলাকায় দৃষ্টিপাত করব। সেটা হল সংঘর্ষপূর্ণ এলাকাগুলিতে মেয়েদের আইনি নিরাপত্তার বিষয়। আমরা আমাদের রিপোর্ট প্রস্তুত করার পর্যায়ে কাশ্মীর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যাপক সংখ্যক মেয়েদের দুর্দশা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে শুনে এই বিষয়ে আমাদের মত গঠন করেছি। যেখানে দরিদ্র মানুষের সম্বন্ধে জানানোর জন্য নাগরিক সমাজ রয়েছে এবং তাদের কাজে লাগানো যায়, তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই অঞ্চলগুলিকে ‘সংঘর্ষের এলাকা’ হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস নিয়ে আমরা অবশ্যই গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

১১। শেষোত, আমরা লক্ষ্য করছি যে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার কর্তব্য পালনের প্রক্রিয়ায় নিয়মাবদ্ধ অথবা বিচ্ছিন্ন যৌনহিংসার জন্য শাস্তি না পাওয়া আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট দ্বারা আইনসম্মত ঘটনা হয়ে উঠেছে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দেশের অন্য যে কোনো অংশে মেয়েরা যেসব নিরাপত্তা ও মর্যাদা পায়, তা সংঘর্ষের এলাকাগুলিতেও মেয়েরা পাওয়া উচিত। ভারত ‘ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অব অল পার্সনস ফ্রম এনফোর্সড ডিস্যাপিয়ারেন্স’-এ স্বাক্ষর করেছে, এটার মর্যাদা আমাদের রক্ষা করা দরকার। আমরা তাই বিশ্বাস করি যে এই ধরনের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। তাতে কেবল সংঘর্ষের এলাকাগুলিতে মেয়েদের প্রাপ্য অধিকার কায়েম হবে না, বরং ওইসব এলাকায় প্রশাসনের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারা যাবে যার ফলে তাদের মূলস্রোতে নিয়ে আসা যাবে।

‘মণিপুরের তদন্ত কমিশনের ইতিহাসে এই ধরনের খামতি নজিরবিহীন’

সূত্র : সিভিল সোসাইটি কোয়ালিশন অন হিউম্যান রাইটস ইন মণিপুর অ্যান্ড দি ইউএন-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ইম্ফল প্রেস ক্লাব, মণিপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ •

মণিপুরে সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে নির্বিচারে খুন হওয়া ১৫০০-র অধিক নাগরিকের পরিবারগুলির সংগঠন ‘একস্ট্রা-জুডিসিয়াল একজিকিউশন ভিক্টিমস ফ্যামিলিজ অ্যাসোসিয়েশন মণিপুর’-এর আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এন সন্তোষ হেগড়ে, প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জে এম লিংদো এবং কর্নাটক পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডিজিপি অজয় কুমার সিং-কে এই ধরনের ৬টি ঘটনার স্বাধীন তদন্তভার দেওয়া হয়, যাতে একজন শিশু সহ ৭ জন মণিপুরিকে হত্যা করা হয়েছে।

১৮ ফেব্রুয়ারি কমিশনকে জানানো হয়, যে নোটিশ মারফত কমিশনের দিল্লির অফিসে (মণিপুর ভবনে) দরখাস্ত জমা করার আবেদন করা হয়েছে, তাতে কোনো তারিখ নেই এবং একটিমাত্র স্থানীয় ভাষার কাগজে তা প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র দশ দিন সময় ধার্য হয়েছে। কোনো যোগাযোগের ফোন নাম্বার ইত্যাদি দেওয়া হয়নি। মণিপুরে এই কমিশনের কোনো দপ্তর খোলা হয়নি। ১ মার্চ কমিশনের সদস্যরা ইম্ফল পরিদর্শনে আসবেন। কিন্তু ভুক্তভোগী মানুষ, সাক্ষী এবং উৎসাহীজনেরা কোথায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করবে? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কমিশনের সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় ও মণিপুর সরকার এখনও কোনো লোককে নিয়োগ করেনি, অথচ একমাস সময় চলে গেছে। রিপোর্ট প্রকাশের জন্য মোট ১২ সপ্তাহ সময় সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে। মণিপুরের তদন্ত কমিশনের ইতিহাসে এই ধরনের খামতি নজিরবিহীন।

‘বিস্ফোরণের রিপোর্টিংয়ের ধরন দেখে মনে হচ্ছিল, মিডিয়া সবই আগে থেকে জানত’

২৬ ফেব্রুয়ারি প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান কাটজুর কাছে প্রেরিত সিভিল লিবার্টিজ মনিটরিং কমিটি, ইন্ডিয়ার চিঠির অংশ, অনুবাদ জিতেন নন্দী •

হায়দ্রাবাদ বিস্ফোরণের পরেই আঞ্চলিক (তেলেগু) ও জাতীয় (হিন্দি ও ইংরেজি) ইলেকট্রনিক মিডিয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিশেষজ্ঞ মতামত সহ লাইভ কভারেজ শুরু করে দেয়। তেলেগু চ্যানেলগুলিতে তেলেগু ও উর্দু সংবাদ বুলেটিন টেলিকাস্ট করা হচ্ছিল, কিন্তু দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। তেলেগু বুলেটিনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছিল, অথচ উর্দু বুলেটিনের রিপোর্টিংয়ে তারা ওই ধরনের ঘৃণা প্রকাশে খুব সতর্ক ছিল। যখন গোটা শহরটা আতঙ্কিত ও বিষাদগ্রস্ত, জাত-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ পরস্পরের নিরাপত্তা খুঁজে নিচ্ছিল। সাধারণ মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মাঠে নেমে পড়ল। তারা আহতদের সাহায্য করার চেষ্টা করছিল এবং আহত ও মৃতদের কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছিল। কারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তা নিয়ে তখন তাদের ভাবার অবকাশ ছিল না। বিস্ফোরণে আক্রান্ত মানুষকে বাঁচানোই ছিল তাদের চিন্তা। কিন্তু মিডিয়া নিজেদের কায়দায় রিপোর্টিং চালিয়ে যাতে থাকে।

একই সময়ে মিডিয়া লাইভ রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে কিছু অনুমান প্রচার করতে থাকে যা বরাবরের মতোই একটা সমাজগোষ্ঠী অর্থাৎ মুসলমানদের দিকেই ধাবিত হয়। তারা তদন্ত শুরু করে দেয়, সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় এবং মিডিয়া-কক্ষের বিচার শুরু হয়ে যায়। তাদের নিজস্ব সূত্র অনুযায়ী তারা বিস্ফোরণের পিছনে সংগঠনগুলির নাম প্রকাশ করতে থাকে এবং কিছু মুসলিম যুবকের নাম বলে। তারা এটাও বলে এই বিস্ফোরণের পরিকল্পনা নাকি অক্টোবর মাসেই হয়েছিল। মিডিয়া ঘটনাটাকে ঠেলে নিয়ে এই বিস্ফোরণকে আফজল গুরু ও আজমল কাসবের ফাঁসির প্রতিশোধের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ওখানে পৌঁছানোর আগেই মিডিয়া ও হিন্দুত্ববাদীরা জড়ো হয়ে যায়। তার ফলে বোমা বিস্ফোরণের প্রমাণাদি নষ্ট হয়ে যায়। পুলিশ ওখানে পৌঁছালেও তারা হিন্দুত্ববাদী ও মিডিয়ার লোকেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

প্রথমত, মিডিয়া ঘোষণা করে বোমা বিস্ফোরণের আসল টার্গেট ছিল সাইবাবা মন্দির (কী করে মিডিয়া এই রিপোর্ট পেল তা কেউ জানে না)। তারপর মিডিয়া বিস্ফোরণের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। এমনকী তারা এটাও বলে যে ঘটনার দুদিন আগে থেকেই বোমা প্ল্যান্টাররা ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। মিডিয়া বিস্ফোরণে যুক্ত ব্যক্তিদের নামও ঘোষণা করে দেয়। সমস্ত চ্যানেলই একই উপসংহারে পৌঁছায়। কিন্তু রিপোর্টিংয়ের ধরন দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা সবই আগে থেকে জানত। মিডিয়া এই বিস্ফোরণে মূল সন্দেহজনক হিসেবে এক আহত মুসলিম যুবককে দেখাচ্ছিল। তাঁর নাম মির্জা আবদুল ওয়াসি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি এই দ্বিতীয়বার বোমা বিস্ফোরণের শিকার হলেন। মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণেও তিনি আহত হয়েছিলেন। ...

‘আফজলের ফাঁসি বহু অস্বস্তিকর বিষয় তুলে ধরেছে’

সূত্র : ডিএনএ, মঙ্গলবার ১৯ ফেব্রুয়ারি, বঙ্গানুবাদ জিতেন নন্দী •

১৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লির জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘জামিয়া টিচার্স সলিডারিটি অ্যাসোসিয়েশন’ আয়োজিত এক জনসভায় দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ পি শাহ বলেন, ‘আফজল গুরুর গোপন ফাঁসি বহু অস্বস্তিকর বিষয় তুলে ধরেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, তাঁকে মাফ করে দেওয়ার আবেদন নাকচ করার ওপর তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি।’ প্রবীণ আইনজ্ঞ নিত্য রামকৃষ্ণন বলেন, এই গোপন ফাঁসি ‘আইনের সাম্প্রতিকতম ও স্পষ্টতম রূপ যা আইনহীনতার রাস্তা নিয়েছে’ এবং বেশ কিছুকাল ধরেই একটু একটু করে এই পথে এগোনো হচ্ছিল। এই সভায় উপস্থিত কাশ্মীরি ছাত্রছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। একজন ছাত্রী প্রশ্ন করেন, কেন আইনজ্ঞদের মধ্য থেকে কেউ কিংবা বার কাউন্সিল এই ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের আপত্তি প্রকাশ করল না। ‘যদি আফজলের সঙ্গে এটা হতে পারে, অন্য কারোর সঙ্গেও তা ঘটতে পারে।’

বছরে কয়েকবার চূর্ণী নদীতে চিনি কলের বর্জ্য পড়ছে, নদীপাড়ের ষোলটি গ্রামের অবস্থা ভয়াবহ

শমিত আচার্য, কালীনারায়ণপুর, নদীয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি •

চূর্ণী নদী বাংলার নদী মানচিত্রে একটি দীর্ঘ নদী হিসাবে চিহ্নিত। পশ্চিমবাংলার অন্যান্য নদীর মতো চূর্ণীও নানা রকম দূষণের কবলে জর্জরিত। দীর্ঘদিন ধরে এই নদীটিতে একটি চিনি কলের নির্গত নোংরা জল ও ক্ষতিকর তরল বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। এতদিন বছরে একবারই এই চিনি কলের বর্জ্য ছাড়া হত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বছরে অন্তত চার থেকে পাঁচবার বাংলাদেশের দর্শনা সীমান্তের একটি চিনি কলের জমা নোংরা জল ও তৈলাক্ত বর্জ্য গোটা নদীটিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। বর্জ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এ ব্যাপারে নির্বিকার। বর্তমানে নদীর জল সম্পূর্ণ কালো এবং তৈলাক্ত বর্জ্য ভাসছে। নদী সংলগ্ন রানাঘাট ২নং ব্লকের কালীনারায়ণপুর, চককৃষ্ণপুর, আইশতলা, নন্দীঘাট, কায়েতপাড়া, বলাগড়, রাবণবোড় এবং রানাঘাট ২নং ব্লকের উত্তরপাড়া, জাফরনগর, রঘুনাথপুর, হালালপুর, হিজুলী, বরেন্দ্রনগর, শান্তিনগর, আড়ংঘাটা, বাগানবাড়ি ইত্যাদি চূর্ণী নদী সংলগ্ন গ্রামগুলিও এই দূষণে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

চিনিকলের বর্জ্য জলে মেশার পর থেকেই প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়ায় যার ফলে নদীর আশেপাশের গ্রামের মানুষের বসবাস করতে অসুবিধা হচ্ছে। আবার নানা কারণে নদীর তীরের গ্রামগুলির মানুষ দৈনন্দিন বহুমুখী অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। নদীর জলের রঙ এখন কালো এবং ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। নদীর মাছসহ সমস্ত জলজ প্রাণী এই বর্জ্যের দূষণে মরে ভাসছে। আগে বছরে একবার চিনিকলগুলি বর্জ্য ফেলত। এখন তা বছরে চার-পাঁচবার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যাচ্ছে নদীর পাড়ে বসবাসকারী মানুষ জল ব্যবহার করতে পারছে না। এইসময়টা বোরো ধানের চাষের সময়, অথচ চাষের কাজের জন্য নদীর জল ব্যবহার করা যাচ্ছে না। চূর্ণী নদীর পাড়ের কয়েক হাজার মানুষের জীবনযাপন নির্ভর করে এই নদীর ওপর। এই অবস্থায় একটি রাজনৈতিক দল এই চূর্ণী নদীর বাঁচানোর জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়েছিল এবং সেইমতো কিছু প্রচার ও সচেতনা সভাও তারা করে। কিন্তু এইসব করার পরও তার কিছুদিনের মধ্যেই আবার চূর্ণী নদীর মধ্যে সেই বর্জ্য ফেলা শুরু হয়। চূর্ণী নদীর এই ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেও সকলেই নীরব এবং নিষ্ক্রিয়। প্রশাসনের নীরবতাও চোখে পড়ার মতো। ঘটা করে পরিবেশ দিবস পালনই সার, সারা বছর তারা চোখ বন্ধ করে ঠান্ডা ঘরে বসে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। প্রশাসন ও জনসমাজের একাংশের এই নীরবতাই হয়তো চূর্ণী নদীর জলপ্রবাহকে সম্পূর্ণ মজিয়ে দেবে এই দূষণ।

‘পরমাণুর বিরুদ্ধে বললেই সরকারি রোষে পড়তে হচ্ছে’

সৌম্য বসু, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি •

কুডানকুলাম পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনের বর্তমান হাল কী, সে বিষয়ে একটি আলোচনাসভা হয়ে গেল ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকেলে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে। শুরুতে সুশান্ত দাশ কুডানকুলাম আন্দোলন নিয়ে একটি মূকাভিনয় করেন। তারপর সম্প্রতি কুডানকুলাম থেকে ঘুরে আসা মেহের ইঞ্জিনিয়ার, অমিতা নন্দী এবং বিশ্বজিৎ রায় দর্শকদের সাথে মত বিনিময় করলেন। এরপর ভারতে ও বিশ্বে পরমাণু বিদ্যুতের অবস্থা কী, সে বিষয়ে আলোচনা করলেন প্রফুল বিদোয়াই। সভা পরিচালনায় ছিলেন সমর বাগচী।

আলোচনায় অনেক বিষয়ের সঙ্গেই উঠে এল, কুডানকুলামের মৎস্যজীবীরা এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছে। এই প্ল্যান্টের দরুন তাদের রুজি রোজগারে বাধা পড়েছে, কারণ তারা যে এলাকা থেকে মাছ ধরে, তা পরমাণু প্ল্যান্টের কাছে হওয়ার দরুন সেই মাছ বিক্রি করতে পারছে না বিদেশে, সংক্রমণের ভয়ে। একজন শ্রোতা প্রশ্ন করেন, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা এই পরমাণু বিদ্যুতের বিরুদ্ধে কিছু বলছেন না কেন? প্রফুল বিদোয়াই বলেন, যেহেতু বৈজ্ঞানিকরা সরকারি চাকরি করেন, সেই কারণে তাঁদের মুখ বন্ধ রাখা হয়েছে। যাঁরা বিরুদ্ধে বলতে চাইছেন, তাঁদের সরকারি রোষের মুখে পড়তে হচ্ছে। সভার শেষে শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই কুডানকুলামের আন্দোলনের তহবিলে অর্থ সাহায্য করেন।

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্যের জের, মেদিনীপুরের ফুল চাষ দূষণের কবলে

কামরুজ্জামান খান, মেচেদা, ১৬ ফেব্রুয়ারি •

মেদিনীপুর জেলা ঐতিহাসিক দিক থেকে যেমন বিখ্যাত, তেমনি মেদিনীপুর কৃষি-নির্ভর জেলা হওয়ায় এখানকার কৃষির মধ্যে ধান ছাড়া ফুল চাষ, পান চাষ, মাদুরকাঠির চাষের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সাফল্য বহুকাল থেকেই সুবিদিত। বিশেষত ফুলের চাষের বিশেষ সুনাম আছে। কোলাঘাট ব্লকের সবচেয়ে পুরোনো ফুলের বাজার দেউলিয়া বাজার আর কোলাঘাট ফুল বাজার বিভিন্ন রকমের ফুল এই দুই বাজার হয়ে কলকাতা, রাঁচি, কটক, ভুবনেশ্বর, নাগপুরের বাজার হয়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই এর সাথে জড়িয়ে আছে বহু মানুষের জীবন-জীবিকা ও অঞ্চলের অর্থনীতি।

কোলাঘাট যেমন ইলিশের জন্য বিখ্যাত ছিল, তেমনি বহু যুগ থেকে আজও ফুলের জন্য বিখ্যাত। কোলাঘাটের ফুলের বাজার সেই কবে চালু হয়েছিল তার হদিস পাওয়া যায়নি। তবে ষাটের দশক থেকে বড়ো আকারে ফুল কেনাবেচা শুরু হয় বলে সইদুল ইসলাম জানালেন। তাঁরা তিন পুরুষ ধরে ফুল চাষ করে আসছেন। বর্তমানে সত্তর দশক থেকে কোলাঘাট ডাউন এক নম্বর প্লাটফর্মে রেলের ঝিলের ধারে ছোট্ট একটা জায়গায় হোলসেল ফুলের বাজার বসতে শুরু করে পাকাপাকি ভাবে।

ফুলের ব্যবহার বিভিন্নভাবে হয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকেই। পুজোর জন্য ব্যবহার ছাড়াও ফুল দিয়ে বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠানের সাজসজ্জায়, উপহারে এবং ফুল থেকে আতর, ঔষধ, সুগন্ধি এমনকী তেলও প্রস্তুত করা হয়। ফুলের এই বহুমুখী ব্যবহারের ফলে এর কদর সাধারণের কাছে বাড়তে থাকে। ফুল চাষে বেশ লাভের মুখ দেখতে শুরু করলে চাষিও উৎসাহ নিয়ে ঝুঁকতে শুরু করে ফুল চাষে। দুই মেদিনীপুর সহ হাওড়া জেলাতেও প্রচুর ফুলের চাষ শুরু হল। বাজারে ফুলের রঙ ও সুগন্ধির জন্য চাহিদা বাড়তে লাগল। চাষিরাও ফুল উৎপাদনের সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী কোলঘাট ও দেউলিয়া বাজারকে ব্যবহার করতে শুরু তাদের বেচাকেনার জন্য। বাড়তে থাকে এই দুই ফুলের বাজারের গুরুত্ব, চাষিরও লাভ হয়।

এর পরে পরেই শুরু হয় ফুল চাষের প্রতিযোগিতা। কার ফুল কত ভাল হবে এবং তার দাম বাজারে কত হবে এই নিয়ে চলতে থাকে চাষিদের মধ্যে রকমারি ফুল চাষের প্রতি আগ্রহ। গোলাপ, রজনীগন্ধা, অপরাজিতা, জবা, টগর, দোপাটি, গাঁদা, ডালিয়া, সূর্যমুখী, বেল, জুঁই, পাতাবাহার সহ বিবিধ ফুলের চাষ চলছে মেদিনীপুরের বিভিন্ন খেতে। হচ্ছে পদ্ম ফুলের চাষও। বহু চাষি আজও ফুল চাষ করেই জীবনযাপন করে চলেছে।

মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লক, শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লক, পাঁশকুড়া ব্লক, দাসপুর ১ নম্বর ব্লক, ডেবরা ব্লক এবং হাওড়া জেলার বাগনান ১ নম্বর এবং ২ নম্বর ব্লকে সব থেকে বেশি পরিমাণে ফুল চাষ হয়। ফুলচাষিরা ফুল নিয়ে প্রতিদিনই সকালে আসে কোলাঘাটের বাজারে।

কিন্তু বর্তমানে কোলাঘাটের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি সিমেন্ট কারখানা থেকে অনবরত নির্গত রাসায়নিক বর্জ্য ও দূষিত ছাইয়ের দাপটে ফুল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষ করে ২০০ মিটার এবং ৬০০ মিটার উচ্চতার গগনচুম্বী চিমনি দিয়ে ছাই উড়ে বাতাসে মিশে যেভাবে চারপাশের ৫০ কিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে তাতে এলাকা দূষিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। মানুষের এবং জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ সকলেরই ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে চাষেরও, বাদ পড়ছে না ফুল চাষও। ফুল বাগানে ফুটতে থাকা ফুলের গায়ের রঙ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পাপড়ির ওপর পড়ছে কালো আস্তরণ। বহু ব্লকে ফুল চাষের হার কমতেও শুরু করেছে। কমে গেছে পদ্ম ফুলের চাষ। আগে মেদিনীপুর খাল এবং ৬নং জাতীয় সড়ক এবং ৪১নং জাতীয় সড়ক ও তমলুক রোডের দুই ধারের নয়নজুলি ও খড়গপুর-হাওড়া রেল লাইনের দুই ধারের খাল এবং নয়নজুলিতে ও বিভিন্ন ঝিলে ফুলের চাষ হত। কিন্তু দূষণের ফলে পদ্ম ফুলের চাষ প্রায় নষ্ট হতে বসেছে।

কোলাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি থেকে নির্গত হওয়া ছাই পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে। মেদিনীপুর খাল কোলাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই পড়ে মজে যাচ্ছে, বিভিন্ন নয়নজুলি কোলাঘাটের ছাই ফেলে বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে, রেলের ঝিলগুলোকে মাছ চাষের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে, নতুন নতুন রাস্তা সম্প্রসারণ হওয়ার জন্য নয়নজুলি আয়তনে ছোটো হয়ে যাচ্ছে, সর্বোপরি পদ্ম চাষ থেকে পানিফল চাষ লাভজনক হওয়া।

ফুলচাষে সরকারি সহযোগিতা বা কোনো পরিকল্পনা না থাকার জন্য, বর্তমানে পদ্মের ভাণ্ডারে টান পড়েছে। বহু ফুলচাষি এখন লাভজনক মাছ, পানিফল চাষের দিকে ঝুঁকছে। কোলাঘাটের হোলসেল ফুল বাজারে প্রায় ১০ হাজার চাষি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফুল কেনাবেচার সাথে যুক্ত। রেলের জায়গায় ফুলের বাজার হওয়ায় রেল পুলিশের অত্যাচারে লেগেই থাকত সবসময়। কোনো নির্দিষ্ট শেড নেই এই বাজারে। নেই কোনো শৌচালয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে রেলের ডিআরএম-এর কাছে গণ-ডেপুটেশন দেওয়ার পর বছর কয়েক আগে একটা শৌচালয় করে দেওয়া হয়েছে। সেই শৌচালয়ের জন্য চাষি পিছু পাঁচ টাকা নেওয়াতে বেড়েছে রেলের আয়।

কোলাঘাটের ফুল বাজার জেগে ওঠে ভোর তিনটে থেকে। চাষিদের কেউ ট্রেনে চেপে, কেউ বাসে, কেউ সাইকেলে বা ভ্যানরিক্সায়। ক্রেতারাও আসে ভুবনেশ্বর, টাটা, কটক, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি বিভিন্ন জায়গা থেকে। ফুলের নানাবিধ পসরা সাজিয়ে বসে চাষিরা বা ফুল ব্যবসায়ীরা। চলতে থাকে দর কষাকষি। কোনোটা কিলোদরে, কোনোটা আঁটি প্রতি, কোনোটা ডজন প্রতি, কোনোটা গোছ হিসাবে অথবা পিস হিসাবে বিক্রি হয় বিভিন্ন ফুল। সময়ের সাথে সাথে বাড়ছে এই চাষের প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন স্থানে ফুল চাষে আগ্রহ বাড়ছে, বাড়ছে দেশে বিদেশে ফুলের চাহিদা। তাই ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষিরাও রাসায়নিক সার প্রয়োগে ফলন বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। এই ফুল ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আসছে প্রচুর বিদেশি মুদ্রাও। অথচ এই ফুল চাষের পরিকাঠামোর উন্নতিতে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই। বিগত সরকার এমনকী বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে কেউই এ নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি। কোলাঘাটের দূষণসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় দুই মেদিনীপুরের এই লাভজনক ফুল চাষ যে আশঙ্কার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 17 1 March 2013 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

ভোজপুরী রামলীলায় (১)

সুকুমার হোড় রায়, কলকাতা •

গ্রীষ্মের দিন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে চলেছে। লোকজনও আসতে শুরু করেছে। একসাথে দু–জন থেকে চারজন ছজন করে দল বেঁধে এসে হাজির হচ্ছে। কারো হাতে ভুট্টা, ভুট্টার দানা ছাড়িয়ে খেতে খেতে, কারো হাতে বাদামের ঠোঙা, কারো শালপাতার তৈরি ঠোঙাতে লিট্টা, তার সাথে আদা, রসুন, ধনেপাতা ও আমলকী বা ওল বাটা দিয়ে চাটনি। সকলে এসে ঘাসহীন অপ্রশস্ত লম্বা জমিতে পেতে বিছানো শতরঞ্চি–ত্রিপলে এসে বসে পড়ছে। পরিচিত কেউ এসেছে কিনা, তা দেখে বার করার জন্য কেউ কেউ বসার আগে চারদিক ভালো করে দেখে নিচ্ছে। অনেকে আধবসা অবস্থায় গোড়ালি দুটো তুলে, দু–পায়ের আঙুলের ওপর দেহের ভর ও ভার রেখে এদিক–ওদিক, সামনে–পিছনে ভালো করে দেখে নিচ্ছে। কেউ কোমরে রাখা খৈনির ডিব্বা, ধুতির গোজ থেকে বার করে, খৈনি ডলতে শুরু করেছে। ভিড় বাড়ছে। আর তা দেখে চাওয়ালারাও এসে হাজির হচ্ছে, 'আইয়ে গরম চায়ে পিজিয়ে' বলে হাঁক দিয়ে। ওই ভিড়ের মধ্যে লোহার পাতলা পাত দিয়ে তৈরি উনুনে, কাঠকয়লা বা গুল দিয়ে, তার ওপর সরু লম্বা টিনের তৈরি নল লাগানো পেতলের কলসি বসানো। সেই উনুন সমেত কলসি বয়ে নিয়ে ঘুরে ঘুরে চা বিক্রি করার জন্য উনুনের দু–ধারে লোহার তার দিয়ে তৈরি করা হ্যান্ডেল, ধরার জন্য। এক হাতে উনুন সমেত দুধ আর জল মিশিয়ে ভরা পেতলের কলসি। আরেকহাতে বাঁশের তৈরি গোল লম্বা ঝুড়ি। ঝুড়িতে ভাঁড়, চা–পাতা, চিনি, কয়লা বা গুল রাখা। বাঁশের তৈরি লম্বা গোল হাতলওয়ালা ঝুড়ি ধরে এগোতে থাকে। কলসিতে দুধ আর জল গরম হচ্ছে। কেউ চা চাইলে পাতলা ধোয়া পরিষ্কার সাদা কাপড়ে কৌটো থেকে গুঁড়ো চা–পাতা দিয়ে, ওই দুধ মেশানো গরম জল দিয়ে চা তৈরি করে, চায়ের ভাঁড় ডান হাত দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে পয়সা নিয়ে, ওই ভিড়ের মধ্যে পথ করে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করছে। সুর করে টেনে 'আইয়ে গরম চা' বলে হাঁক দিয়ে ভিড়ের মধ্যে পথ করে এগোচ্ছে।

রামলীলা মঞ্চের সামান্য দূরে বসে আছে মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, কালো লম্বা দশাসই চেহারার ছাপড়াইয়া ফল্লু। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে। হাঁটুর ওপর ধুতি তুলে পরা। মাথায় গামছা ফেট্টি বেঁধে মোটা কাপড়ের খাঁকি জামা পরা প্রতাপগড়িয়া গণপত রেলওয়ে খালাসিদের নেভি ব্লু জামা পরা বালিয়ার সুকালু একসাথে বসে আছে। এরা তিনজনে একই গ্যাঙয়ের রেলওয়ের গ্যাংম্যান। চাওয়ালা আসতে দেখে, চেঁচিয়ে ফল্লু বলল, 'কাহো জিলা অবেধান্দা শুরু করলেবানি। কাল কামমে নেই খে যাবোকা, তোহার সবেরে ডিউটিবা, ক্যা আজ কাম মে গইলেবানি না ছুট্টি করল। যব তুহু এ ধান্দা শুরু করলেবানি, তব তোহরাকে আর কোনো চিন্তাবানি। মালামাল হোয়াইলে বানু, ক্ষেতীবাড়ি খাতির আউর ভীজমিনুয়া — ভইস মোললেবানি।' চাওয়ালা রামলাল ফল্লুকে বলল, 'আরে উ বাত নেই যে বানি, ইয়ে ধান্দা কিতনে দিন চললেবানি, মাহিনা ভরকা, যিতনে দিন রামলীলা বা উতনা এ ধান্দাবা।' 'চা কিতনে মে বেচত হো' — গণপত রামলালকে জিজ্ঞেস করে। 'চারে আনা' — রামলাল বলতেই গণপত বললো, 'তোরে চায়ে বহুত মাহাঙ্গা বা, ইতনে কাহে হো? এক ভাঁড় চায়েমে চুয়ান্নি লেওত। জ্যাদা নেহি লেলেবানু। তোরা চা পাত্তি আচ্ছাবা, চা পাত্তি আগার তোর আচ্ছা বাটে, আচ্ছাসে চা পাত্তি মারকে তিন ভাড় চা দেওত।' রামলাল বলল, 'পিবো তো, আচ্ছাসে চা পাত্তি মারকে, চায়ে বানাকে দেলেবানি।' — 'তব দেওত তিনগো চায়ে।' রামলাল ঝুড়ি থেকে স্টিলের মগ বার করে মগের ওপর পাতলা ধোয়া পরিস্কার সাদা কাপড় দিয়ে, কাপড়টা মুড়ে বাঁহাত দিয়ে ধরে রেখে, কৌটো থেকে চা পাতা বার করে ক–চামচ চা–পাতা দিল। তারপর কলসি থেকে দুধ মেশানো গরম জল ঢেলে, চা পাতা দেওয়া দেওয়া কাপড়টা পাকিয়ে চিমটা দিয়ে চেপে নিংড়ে, চা–পাতা সমেত কাপড়টা ঝুড়িতে রেখে দিয়ে, ভাঁড় বের করে, ভাঁড়ে চা ঢেলে ডান হাত দিয়ে ভাঁড় বাড়িয়ে দিতেই রামলছমন এসে হাজির হল। আর সুকালু বলে উঠল, 'আগইলবানু রাম লছমনিউয়া, চা পিতে দেখকে হেনে আ গইলবানি।'

রামলছমন ডান হাত দিয়ে গোঁফের ডান দিকে একটা মোচড় দিয়ে সুকালুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'হাম তোরে মাফিক হারাম নেহি পিওত। তু আপনা পয়সা পিওত কেয়া, তু হামোয়াকে কহত, চা নেহি মিলত। দেখে হো এগো চা দিওত' — বলে লছমন ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। ফল্লু বলল, 'লছমন কো এগো চা দেলেবানি। কিতনা হোয়েত, এলেয়ত হো' — বলে গণপত বুক পকেট থেকে এক টাকা বার করে রামলালকে দিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ফল্লু রামলীলা মঞ্চের দিকে চেয়ে দেখতেই, জংবাহাদুরকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আর জংবাহাদুর হোনে খাড়া বা, বুলাও তানি ওকারাকে', রামলছমন চেঁচিয়ে হাত নেড়ে এসে হাজির হয়ে বলল, 'চা পি লেনে কা বাদ হামুয়াকো বুলাউবানি। হাম মনচ্কা সামনে খাড়া হোকর দেখলেবানি তুলোগ চা পিলেবানি, জব তু দেখত হামুয়া লোগ চা পিওত, তব ক্যাহে নেহী আওত'। গণপত বলতেই ফল্লু বলল, 'আগে তোকে নেইযে দেখলেবানি, চা পিনে সময় তোহারা দেখলেনে সে, বুলাইবোনেহী ক্যায়া।' রামলছমন জংবাহাদুরের দিকে বাঁ চোখটা বন্ধ করে ডান চোখে এক দৃষ্টি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'কাঁহি তোকে, কিসি হোটেল, চা–মিঠাই দুকান–মে চা পিওত নেহি, নেহি মিলত ক্যায়া, আওত হেলে আওত, হামারা কো পাশ বৈঠো হো'। জংবাহাদুর এগিয়ে এসে বসতেই, রামলছমন ওর ডান হাতটা জংবাহাদুরের মাথায় রেখে হাতের তালু দিয়ে জংবাহাদুরের মাথার তালু চেপে ধরে বলল, 'আজ কোনো হোটেল, চা–মিঠাই দুকানমে পানিয়া উঠায়ত, বর্তন মেলায়ত বাতা সারোয়া। কেয়া খানা মিলত, কিতনে ভাঁড়োয়া চা পিওত বাতা; হেনে রামলীলা শুনত। তোরে সারুভাই যাহারহত, ও বালগাছিয়া মে রামলীলা না হোয়ত কেয়া, হেনে দিহাতী লোগোকা রামলীলা দেখত'। জংবাহাদুর রামলছমনের কথায় সায় দিয়ে কথার রেশ ধরে বলে, 'হ্যাঁ আপনা গাঁওসে নিকাল পড়ি, আব গাঁওমে রহকে কেয়া করি, কোই কাম ধান্দা নেহী, খেতি বাড়ি নেহী, খেতো সে আনাজ কাটকে উঠালেলেবানি। রামলীলা দল লেকর কলকাত্তা আউর বাঙ্গাল দোসরা শহর রামলীলা করোত'। রামলছমনের মাথার ওপর ডান হাতের তর্জনী কয়েকবার ঘুরিয়ে বলল, 'এমে যো কামাই হোয়ত, খরচাপানি নিকালকর চলা যাওত'। বলে রামলছমণ, ফল্লু, গণপত, সুকালুর দিকে মুখ করে ফিরে চেঁচিয়ে বলে উঠল জংবাহাদুর, 'কা সারুভাই, উহা যোলোগ রামলীলা করোত, সব্বোসারোয়া কালকাত্তিয়া বা, কালকাত্তা মে বসোরনেওয়ালে ছাপরা, আরা, ভোজপুরকাবা। এক্কই দিন তুলোগ সব্বো জংবাহাদুরুয়া কা সাথ হোনে যাওত, রামলীলা দেখে খাতির। কব্ব হোওত জংবাহাদুরুয়া সে পুছোত। জংবাহাদুরুয়া বাতোয়ত। হামুয়ো যাওত, উ রামলীলা দেখোত হো, যোনে রামবানি ও সারোয়া থানাকা হেড জমাদার বা। রাবনুয়া যো হুই, ওহ ওহ মোওগী থানামে ঝাড়ু লাগায়োত, সাফাই কা কাম করোত। বালগাছিয়াকা রামলীলা কেয়া দেখোত, কেয়া শুনোত, জানোত হো। রামুয়া লঙ্কামে রাবনুয়াসে ভেটোয়াকে কহোত, ইয়ে রাবণ তু সীতা মাঈকো দিবো কেয়া, নেই দিবো। রাবনুয়া জোর চিল্লাকে কহোত, নেই দিবো। তু যোকর সকত, করলেবানি। রামজী আপনা মোচায়া রগড়তে হুয়ে কহোত, তু নেহি জানোত, ম্যায় ইহাকে থানাকা হেড জমাদার বা। তু যব কাল সবের মে বাজার মে সবজি বেচবো করি, হাম তোকে পাকড়কর লক–আপ কর দেলেবানু।' হো হো করে সকলে প্রাণ খুলে হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে ফল্লু বলল, 'এ রামলছমন, তু জংবাহাদুরকা সারুভাই কা হোনে। রামলীলা দেখে খাতির হইলবানি কেয়া। তোহরা কুছ খিলাইছে কেয়া। চা–নাস্তা করাইলে কেয়া।' 'নেহি কুচ্ছ নেহি, উতনে রাতিয়া ভুখে আপন ঘর লট আওত।' রামলছমন বলতেই ফল্লু রসিকতা করে বলল, 'জংবাহাদুর তোকে সাথ লেগইলবানু। জংবাহাদুর তোহারাকো কুছ না খিলাইবো করি কচৌরী–ভাজাপুরি, জালেবি, চাউয়া, না পিলাউবোবানি। ও সারোয়া কেয়া খিলাইবো, ওকার পাস কব্বো পয়সা না রহোত। কাঙালি তরহ ইধার উধার ইসসে উসসে মাংগকে খাওত।' জংবাহাদুর রামলছমনের কথার প্রতিবাদ করে বলল, 'ইয়ে ঝুট বললেতানি, একার ঝুট বলনেকা আদতবা।' গণপত, সুকালু দু–জনের ব্যাপার স্যাপার দেখে, কথা শুনে, মৃদু হেসে ওদের মুখের দিকে তাকালো। ফল্লু জংবাহাদুরকে বলল, 'আরে জংবাহাদুর কালসে তোহার রাতমে ডিউটি বা, তু ক্যায়সন রামলীলা দেখবোকরি। উসারোয়া কেয়া ডিউটি করোত। কাম কুচ্ছ নেহি করোত, ইধার উধার ঘুমোত, এ হোটেলসে, উ চায়ে মিঠাই দুকানসে মাঙ্গকে খাওত, হারাম মাঙ্গকে নেহিতো পানিয়া উঠাকে, বর্তানুয়া মোওলাকে খানা খাওত। ওকার চাহে রাত চাহে দিনমে ডিউটি হো'। গণপত ও সুকালি এক সঙ্গে বলে উঠলো, 'হেনে আনে কা পহলে কে কার হোটেল সে খানা খাকর আইলে।' জংবাহাদুর বলল, 'কেকরা নেইযে, ভুখ লাগলবারো, খাওলবিনা হাম হেনে চল আইলেবানু।' জংবাহাদুরের 'ভুখ লাগলবানি' শুনে রামলছমন বলল, 'ভুখ লাগল, তো এক্ক কাম করোত, হনুমানজী যব সীতামাঈ পাস আওত, সীতা মাঈ হনুমানজী কো কেলা খানে দেওত। তু হনুমানজীসে কেলা মাঙ্গকে খাওলেওত। হনুমানজীসে কহত একেলে সব্ব কেলা না খাওত, হনুমানজী হামে কুছ দেওত, হামারা ভুখ লাগোত। আরে তোরা পুছ কা হোয়ত, কোন কাটলেতত।' ফল্লু, গণপত, সুকালুর উদ্দেশ্যে রামলছমন চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'দেখো জংবাহাদুরুয়া পিছে পুছ নেহি, কোন কাট দেওতহো।' রামলছমনের কথা শুনে ওরা সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

এরপর আগামী সংখ্যায়

হুগলিতে ইতিহাস অনুশীলন কেন্দ্রের সভা

মতিলাল দেবনাথ, আদি সপ্তগ্রাম, ২৬ ফেব্রুয়ারি •

হুগলি জেলা ইতিহাস অনুশীলন কেন্দ্রের বিংশতিতম সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী আলোচনাসভা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি, হুগলি জেলার আদি সপ্তগ্রামে একাডেমি অব টেকনোলজি ভবনে। ২৪ ফেব্রুয়ারি বেলা বারোটায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয়। এদিনের আলোচনার বিষয় ছিল আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে প্রধান বক্তা বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সুললিত ভাষায় আলোচ্য বিষয়ের ওপর বিস্তারিতভাবে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। পরে বিকেল পাঁচটায় শুরু হয় উপস্থিত দর্শক শ্রোতা ও অনুষ্ঠান আয়োজকদের মধ্যে মতবিনিময়।

২৫ ফেব্রুয়ারি বেলা বারোটা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত চলে সাধারণ আলোচনা। এদিনের আলোচনায় সংগঠনের বর্তমান সম্পাদিকা সুলেখা মুখার্জি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত বামপন্থী ব্যক্তিত্ব বিজয়কৃষ্ণ মোদক এবং প্রয়াত সমাজসেবী শিক্ষক সুধীর মুখার্জির ঐকান্তিক চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা হয়ে ধীরে ধীরে কীভাবে বড়ো হয়ে ওঠে তার স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর বক্তব্যে ইতিহাস অনুশীলনের বিষয়ে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশিত সংখ্যায় এগিয়ে না আসার কারণে কিছুটা হতাশার সুর শোনা যায়।

তারপর এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী গোপাল সাধুখাঁ তাঁর ভাষণে তাঁর নিজ গ্রামে একটি পুষ্করিনী খোঁড়ার সময় প্রাপ্ত একটি প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কারের সূত্রে ইতিহাস বিষয়ে কীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরেন, তার বিবরণ দেন। সম্পাদিকার হতাশার বিপরীতে অল্পসংখ্যক চেতনাসম্পন্ন মানুষ দিয়েও যে কোনো মহৎ কাজে সাফল্য সম্ভব, সে বিষয়ে ইতিবাচক বক্তব্য রাখেন। সভার শেষ বক্তা সুভাশিস দাস এদিনের আলোচ্য বিষয়ে সার্ধশতবর্ষে বিবেকানন্দ বিষয়ে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারায় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন।

দু–দিনের প্রদর্শনীতে হুগলি জেলার নানা পুরাতাত্ত্বিক বস্তু, স্থান ও ভবনের সুদৃশ্য ছবি এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে লুপ্তপ্রায় সরস্বতী নদীর অববাহিকায় মাটির নিচ থেকে প্রাপ্ত বহু প্রত্নতাত্ত্বিক ও চিত্তাকর্ষক বিস্ময়কর নিদর্শন প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ইতিহাস বিষয়ের প্রতিবেদনের বেশ কিছু সংখ্যা উপস্থিত পড়ে দেখার উদ্দেশ্যে রক্ষিত ছিল।

বারো হাজার বছর আগে এখানেই নাকি ধান প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল

২৭ ফেব্রুয়ারি, নারায়ণ নন্দী, ডিমাপুর, নাগাল্যান্ড •

২৬ ফেব্রুয়ারি আসামের যোরহাটের একটা স্কুলে দেবল দেব এসেছিলেন ইকো ক্লাবের সিড ব্যাঙ্ক উদ্বোধনের এক অনুষ্ঠানে। সভা শুরু হয় বাচ্চাদের একটি পথনাটকের মধ্য দিয়ে। তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন। একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করা হল, এই ধানগুলো কেন রক্ষা করা দরকার? সে বলল, এই ধানগুলো রক্ষা করা উচিত, কারণ এগুলোর জন্য রাসায়নিক সার লাগে না, বেশি জলও লাগে না। এটা বেশ ভালো হয় এবং পরিমাণেও বেশি হয়। আর একজন বলল, এমন কিছু ধান আছে যা জলের মধ্যে পড়ে গেলেও আবার তা জল থেকে জেগে ওঠে। দেবল দেব শুনে খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'আমার আধা কাজ হয়ে গেছে'। এখানে বাচ্চাদের টার্গেট করা হয়েছিল। কারণ ওরা যদি সজাগ হয়, তাহলে বড়ো হয়ে কিছু করতে পারবে। আর একটা কথাও দেবল দেব বলেন, ধান নাকি বারো হাজার বছর আগে এখানেই প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল। ১৯৭০ সালের আগে এখানে পঞ্চাশ হাজার প্রজাতির ধান পাওয়া যেত। এখন কত পাওয়া যায়, তার কোনো হিসেব নেই। এমন কিছু ধান আছে, যার থেকে দুটো চাল হয়। এখানে খুঁজলে হয়তো সেইসব ধান পাওয়া যাবে। দেবল দেব বলেন, 'ধানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের সংস্কৃতি। ধানের চাল থেকে পিঠে হয়, আরও কত খাবার হয়। মানুষ ভালোবেসে সেগুলো আবার ফিরিয়ে আনতে পারে। কোন ধানে কত জল লাগে, কত ভালো হয়, এই জ্ঞান আমাদের রক্ষা করতে হবে। যারা পড়াশুনো জানে না, তারা কিছুই জানে না, এটা ঠিক নয়। এইসব চাষিদের যে জ্ঞানটা ছিল সেটা ধরে রাখতে হবে। আসল জ্ঞান হল, আমাদের জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করার জ্ঞান।' এখানে যোরহাটে ২৫৩টা ইকো ক্লাব আছে, তারা কিছু না কিছু কাজ করে যাচ্ছে। কিছু ক্লাব ওষধি উদ্ভিদের বাগান করেছে।

আখতার হোসেনের শেষ প্রার্থনা– সমাবেশে হাজার হাজার মানুষ

২৬ ফেব্রুয়ারি, মেটিয়াব্রুজ, জিতেন নন্দী •

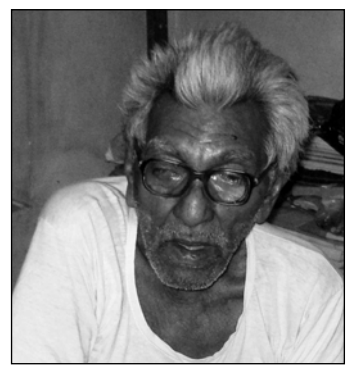

২২ ফেব্রুয়ারি সকালে আখতার হোসেন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর শেষ প্রার্থনা–সমাবেশে (জানাজার নামাজে) হাজার হাজার প্রতিবেশী, ছাত্র, আত্মীয়স্বজন সহ স্থানীয় মানুষ তাদের প্রিয় মাস্টারমশাইকে শ্রদ্ধা জানাল। তারপর তাঁকে সমাধিস্থ করা হল কারবালার সমাধিক্ষেত্রে, তাঁর মামা কোরবান থান্দারের পাশে।

সপ্তাহ দুয়েক আগে, তখন কলকাতা বইমেলা চলছিল। আখতার স্যারের বড়ো ছেলে শাকিল আমাকে খবর দিল, বাবা একবার দেখা করতে বলেছেন, আপনার সঙ্গে কিছু দরকার আছে। তখন শীতের প্রকোপ কাটেনি। আমি আরও জানতে পেরেছিলাম, এই সময়টা আখতার স্যার শুয়ে রয়েছেন, বেশ কষ্ট পাচ্ছেন। তাহলে তো আমাকে যেতে হবেই। বইমেলার ব্যস্ততার মধ্যেই আমি ওঁকে দেখতে গেলাম। কিন্তু ওঁর শরীর নিয়ে কী কথা বলব! বললেন, 'তোমাকে কয়েকটা ফান্ডামেন্টাল কথা বলব বলে ডেকেছি। আমি তোমাকে শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছি ...' আমার বুক ভেঙে এল, তাহলে কি আখতার স্যার চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত? কান্না চেপে শুনতে থাকলাম ওঁর শেষ কথাগুলো। কথাগুলো যেন তৈরিই ছিল। বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। মিনিট দশেক বলে চুপ করে গেলেন।

আখতার হোসেনের জন্ম মেটিয়াব্রুজের হাজিরতনে ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে। তারপর থান্দারপাড়ার মামাবাড়িতে কোরবান থান্দারের আন্তরিক চেষ্টায় তিনি লেখাপড়া শেখেন। মেটিয়াব্রুজ হাইস্কুল থেকে পাশ করে পরে বঙ্গবাসী কলেজে পড়তে যান। গণিতে ডিস্টিংশন পেয়েছিলেন নিজের চেষ্টায়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পার্ট ওয়ান পর্যন্ত পড়েন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি একদিকে গণিত, অন্যদিকে মার্ক্সবাদের মৌলিক বইগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে অবশ্য তিনি মার্ক্সবাদ থেকে অনেকখানি গান্ধীবাদ ও অহিংসার ভাবনার দিকে সরে আসেন। শুনেছি একটা বই লিখেছিলেন, 'ডায়ালেকটিকাল মেথড্স ইন ম্যাথেমেটিক্স'।

বড়তলা তথা মেটিয়াব্রুজ এলাকায় লেখাপড়া, বিশেষত মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী ছিলেন আখতার হোসেন। ১৯৬৬ সালে বড়তলা গার্লস হাইস্কুল এবং ১৯৭৬ সালে বড়তলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ সকলেই স্মরণ করেন। এছাড়া আরও বহু স্কুল গড়ার ব্যাপারে তিনি হাত লাগিয়েছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন বড়তলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক।

শিক্ষা নিয়ে এত উদ্যোগী, অথচ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাঁর সমালোচনাও ছিল নিরন্তর। শুধু শিক্ষাব্যবস্থাই নয়, আমাদের খাদ্যব্যবস্থা, অর্থনীতি, ধর্ম থেকে শুরু করে সমস্ত সিস্টেমের তিনি ছিলেন আজীবন সমালোচক। শেষের দিকে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে একটা বই পড়াতে চাইছিলেন, তারকমোহন দাসের 'মানুষ একটা বিপন্ন প্রজাতি'। বড়ো ছেলে শাকিলকে বলে গেছেন, 'তুমি বইটা জিতেনকে পৌঁছে দিও'। আসলে শেষ সময়ে তাঁর মধ্যে মানবজাতির বিপন্নতা নিয়ে খুব উদ্বেগ হত। শ্রমজীবী (মূলত অসংগঠিত, যেমন দর্জিসমাজ) এবং মেয়েদের জীবনের মধ্যে আশা খুঁজতেন। শেষদিন যখন দেখা হল, বলেছিলেন, 'নতুন একটা প্রজাতি তৈরি হতে হবে। নতুন প্রজাতির মানুষের মধ্যে ধর্ম থাকবে না। তাদের কোনো বংশ থাকবে না, গোত্র থাকবে না। ...'

আখতার হোসেন বেঁচে থাকবেন মেটিয়াব্রুজের মানুষের মঙ্গলচিন্তার মধ্যে।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর,
পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.